মানস-প্রসূন।

শ্রীমতী সখিসোনা দাসী।

উৎসর্গ-পত্র।

যেজন আমারে হৃদয়ের কোণে,
ভুলিয়া কিঞ্চিৎ দিলেন স্থান।
"মানস-প্রসূনে" সে দেব চরণে,
সাদরে করিনু এ ক্ষুদ্র দান॥

ভূমিকা

এই সকল কবিতার, কএকটি কবিতা "সুবর্ণবণিক সমাচার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যিনি, তাহা প্রকাশ করাইয়াছিলেন, আমার ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহারই কৃপায় ও আগ্রহে ইহা পুস্তকারে প্রকাশিত হইল।

পোস্তা রাজবাটি,
২৫, দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
১লা বৈশাখ, ১৩২৮ সাল। } লেখিকা

সূচিপত্র।

মানস-প্রসূন।

সং ১

প্রভু ! তুমি গো আমার প্রাণ।

প্রভু ! মরণে জীবন, হৃদয় ভূষণ,

তুমি গো আমার প্রাণ !

তুমি ! আনন্দবর্দ্ধন, দৌর্ব্বল্য-নাশন,

তুমি গো আমার প্রাণ !

তুমি ! হেম বরণ, দুষ্কৃতি-বারণ !

তুমি গো আমার প্রাণ !

প্রভু ! পরশ রতন, তোমার চরণ,

তুমি গো আমার প্রাণ !

প্রভু! দারিদ্র্য ভঞ্জন, নিখিল শরণ,
তুমি গো আমার প্রাণ!
তুমি! সত্যের আসন, মিথ্যা-নিরশন।
তুমি গো আমার প্রাণ!
আমি—তোমার চরণে যেন এক মনে,
অনুদিন করি ধ্যান।

হৃদয়ের আশা।

প্রভু !

পরাণ আমার, হৃদয় আমার, সর্ব্বস্ব আমার তুমি।
করুণার কণা লভিব বলিয়া, এ দেহ সঁপিনু আমি॥
দেহ ত সঁপিনু, করুণা না পেনু, আমাতে না আমি রহিনু আর।
করুণা-সায়রে অনল উঠল, দুখের বারতা কি কব আর॥
তব নাম জপ, তুমি মম তপ, ব্রত সার হও তুমি।
তব রূপ ধ্যান, তন্ময় জ্ঞান, ভুলিয়া না ভুলি আমি॥
ক্ষণেকের তরে মোরে মুগ্ধ করে, কোথায় লুকালে তুমি।
হৃদয়ের ধন, বসতি হৃদয়ে, তবুত দেখা পাইনা আমি॥
প্রভু ! তবুত দেখা পাইনা আমি।
ইতি উতি খুঁজি, কোথায় না পাই, অবশ হইয়া পড়ি॥

সে রূপের ছটা, অপূর্ব্ব সে ঘটা, স্মরিয়া স্মরিয়া উঠিয়া পড়ি।
আবার স্মরিয়া উঠিয়া পড়ি।
তুমি নয়নের ধন, নয়ন মাঝেতে, থাকিয়া দেখিছ মোরে ॥
আকুল পরাণে খুঁজিছি তোমারে, তবুত দেখা দিলে না মোরে।
আমি সারথপর বলিয়া বলে কি, পুরালেনা মোর আশ ॥
এ দেহ সঁপিনু চরণে তোমার, তথায় লইনু আমি গো বাস।
ঠেলনা চরণে অকরুণ হয়ে আমি গো তোমার বিনীত দাস ॥
কভুনা কভু প্রভুগো তুমি, পুরাবে আমার হৃদয় আশ।
এ আশা হৃদয়ে যতনে পোষিয়া, হইনু তোমার বিনীত দাস ॥

নয়নের জল।

জগতের আদি সৃষ্টি, নয়নের জল।
সেই জলে ব্রহ্মাণ্ডের হইল উদ্ভব।
সকল স্নেহের সার—নয়নের জল।
আপনাকে পরকরে, পরকে আপন।
সংসারেতে কেবা আছে—নয়নের জল।
হৃদয়ের সব কথা, অব্যক্ত ভাষায়
বাহির করিয়া দেয়—নয়নের জল।
শাক্য-কুল-পদ্মরবি গোপার বল্লভে,
কে করিল বুদ্ধদেব ?—নয়নের জল।
সত্যের স্থাপন তরে, অসি লয়ে করে,
অগ্রেতে লইয়া যায়—নয়নের জল।

অবলা সরল মিত্র জগত মাঝেতে,
সুখেতে দুঃখেতে আছে—নয়নের জল।
পাষাণ হৃদয়ে করে, কমল কোমল,
প্রভুবাস যোগ্য পূত—নয়নের জল।
দেশের কল্যাণ তরে, করে আগুয়ান
কাপুরুষে রণক্ষেত্রে—নয়নের জল।
অগাধ সমুদ্রে অহো! চলা ফেরা করে,
ডুবেযায় এক বিন্দু—নয়নের জলে।
শচীর অঞ্চল নিধি, প্রেমের সাগর,
শ্রীবিষ্ণু প্রিয়া দেবীর পবম বল্লভ,
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহত্ত্ব প্রকাশ
অবিরল ধারা পুঞ্জ—নয়নের জলে।
বণিক কুলের কীর্ত্তি দত্ত উদ্ধারণ
দেবত্ব পেলেন তিনি, নয়নের জলে।

আছিল অজ্ঞাত নামা ধরণীর তলে
বরেণ্য করিল তাঁহে নয়নের জলে।
তর্কে বিতর্কে যথা কার্য্য নাহি হয়
তথায় কে জয় পায় ? নয়নের জল।
এমন পবিত্র দ্রব অপবিত্র চোখে,
"কুম্ভীরাশ্রু" নামে খ্যাত—নয়নের জল
যে জলের তরে মীরাবাই সুবিখ্যাত,
এ পোড়া চোখেতে নাই সে পবিত্র জল
এমন শকতিধর নয়নের জল
দুর্জ্জনের কাছে হায় ! সকলি নিষ্ফল ॥

কি গীত শুনিনু আমি।

জীবনের শুভ ক্ষণে শুনিনু সে গীত।
অমন মুধুর স্বর, হৃদয় মথন কর,
আর কি শুনিব আমি সে মধুর গীত ॥
যখন শুনিনু আমি সে মধুর গীত,
না বুঝিনু ইহা দিবা, নিশীথ সময়,
জাগিয়া শুনিনু ইহা, অথবা স্বপনে,
আত্মবোধ দূরে গেল, শুনে সেই গীত।
বাস্তব জগতে আসি এবে মনে হয়,
সত্য কি শুনিনু আমি সে অপূর্ব্ব গীত।
যাহার তুলনা নাই, বাস্তব জগতে ॥
কি মধুর রব আহা ! কি সুন্দর রব,
জগত মাঝারে যত সুষমা বিরাজে ;
সকলের খনি আহা ! সুন্দর সে রব।

জীবন সার্থক কর, হৃদয় পবিত্র কর,
কামনা মথন কর, সুন্দর সে রব।
আর কি শুনিব আমি, সুন্দর সে গীত ?
অহরহ সেই গীত, ধ্বনিছে সর্ব্বত্র।
অগাধ বারিধি তটে উঠে সেই গীত
ধ্বনিতেছে প্রভঞ্জন—অনাহত রব,
শরীর মাঝারে, আহা ! সুন্দর সে গীত।
আর কি শুনিব আমি সুন্দর সে গীত ?
গেয়েছিলেন একদিন শ্যাম সুন্দর,
যাহা শুনি গোপীগণ ভুলে পরিজনগণ।
উজান বহিয়া গেল যমুনার জল।
ভারত পবিত্র-কর তাপিজন দুখ হর,
আর কি শুনিব আমি সেই রব বর ॥

অপূর্ব হাস্য ।

(১)

তোমরা কি দেখিয়াছ অপূরব হাসি ?
নয়ন মুগধকর, সুগন্ধে হৃদয় হর,
বন ভূমি শোভাকর, অপূর্ব্ব প্রসূন ।
ফুটিল যে দিন হ'তে, মিলিলনা প্রিয় সাথে.
বহু মতে আরাধিল, মধু ব্রত না আইল,
ভেবে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে, মৃত্যু পথে যায় ।
মধুকর পথ ভুলি "গুণ গুণ" রব তুলি ।
আনন্দে উন্মত্ত হয়ে পুষ্প পানে ধায় ।
অন্তিম কালেতে হায় ! আরাধিত দেবে পায়
শুষ্ক হৃদয়ে পুষ্প আনন্দে বসায় ।

নাহি সে মোহন মধু, কি দিয়া পুজিবে বঁধু,
রজতার বহু দিন গিয়াছে উড়িয়া।
এ ঘোর দুখের দিনে, পাইল সে প্রিয় জনে,
মুচকি একটু হেসে নীল হয়ে যায়।
এমন পবিত্র হাসি, যেই দেখে দুখ রাশী
দূর হয়ে, সুখ তার আবির্ভাব হয়।
জনম সফল তার, নয়ন সার্থক তার,
যে দেখে অপূর্ব্ব হাসি, ধন্য সেই হয়॥

অপূর্ব হাস্য।

(২)

নানবিধ শস্যে ভরা, পূর্ণ ছিল বসুন্ধরা,
সুখেতে মগন ছিল প্রজাগণ সব।
অভাব দারিদ্র্য কথা, নাহি ছিল মন ব্যথা,
ভগবান গুণ গাথা মুখে ছিল রব।
দেবতা অতিথি গণে, পুজি সব প্রাণ পণে,
পরম সুখেতে তারা কাটাইত কাল।
কি কব দুখের কথা, শিমুলের ফল যথা,
বহুধা বিদীর্ণ হয়ে যায়!
দুখ নদী বাঁধ ভূমি, ভাঙ্গিয়া ডুবাল ভূমি,
তার সাথে হৃদি ভেঙ্গে যায়।

দুখ দৈন্যে পুরে গেল, মনুষ্যত্ব দূর হ'ল,
ক্ষুধার অনলে সব জ্বলে।
অস্থি চর্ম্ম সারকায়, সশরীরে যেন যায়,
মৃত্যু মুখে কোন পাপ ফলে।
এদের দারুণ কথা, শুনিয়া আইল হেথা,
অন্ন বস্ত্র প্রদানের তরে।
কোন এক ভাগ্যবান, অকাতরে করে দান,
দয়াল প্রভুর শুভ নাম।
চক্ষুসার এক নারী, শত ছিন্ন শাড়ি পরি,
লজ্জায় সুনত হয়ে সঙ্কুচিত হয়।
শুষ্ক অধরে, অতি ক্ষীণ স্বরে,
হাসিয়া লইল প্রভুর নাম।
সে মধুর হাসি, দুঃখ-দৈন্য-নাশি,
জগতে যাহার তুলনা নাই।

যে জন দেখেছে, ধন্য সে হয়েছে,
প্রভুর সত্ত্বা কিছু সে বুঝেছে,
স্বরগের সুখ কিছু সে পেয়েছে,
নাহিক সন্দেহ তাহাতে আছে।
নারী চলেগেল, হাসি রয়ে গেল,
অপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় ভাসাল।
সকল দুখের অবসান হলো
জনম এবে সফল হলো।

একটি গালি।

মোরে কৃপা করি, দোষ দূর করি,
একটি গাল দিয়াছ ধীরে।
গালি এযে নয়, অমৃত এযে হয়,
কৃপা করি পূত করিলে মোরে॥
গরল কালেতে, অমৃত রূপেতে,
যে জন প্রয়োগ করিতে জানে।
অকাল প্রয়োগে, আনেসে বিরাগে,
মৃত্যুসম তাহা হৃদয়ে হানে॥
একটি গালিতে দোষ যে দূরেতে
গিয়াছে চলিয়া মোর।
পুন গালি দিয়ে পবিত্র করিয়ে
অমর করহ মোরে॥

আমি কি বিরথ হইতে হীন।

পঞ্চনদ পতি, লয়ে চমুপতি,
সায়ং কালেতে ভ্রমণে গেল।
দেখিয়া তাঁহারে, সবে মান্য করে,
পথের ধারেতে সরিয়া গেল।
আশীর্ব্বাদি কেহ, প্রণমিয়া কেহ,
কেহ বা হস্ত উত্তোলন করি॥
হৃদয় হইতে, মধুর ভাষেতে,
অর্ভ্যথিল সবে জয় জয় করি।
একটি বালকে, ছুড়িল ইষ্টকে,
লাগিল রাজার কপোল দেশ॥
শোণিতের ধারা তিতিল এধরা
দেখিয়া কাঁপিল হৃদয় দেশ।

সৈনিক ধাইল, দুষ্টেরে ধরিল,
আনিল রাজার সম্মুখে তারে।
সকলে ভাবিল এ গ্রাম নাশিল,
চপল বালক দুষ্ট আচারে॥

যাবত জীবন কারাতে রাখাহ,
কেহ বলে এরে দগ্ধ করহ,
যে গ্রামে দুষ্ট লয়েছে জনম,
সে গ্রাম ভস্ম করিয়া ফেলহ।
বালকে দেখিয়া কহিল হাসিয়া,
মহারাজাধিরাজ রণজিৎ সিং।
হানিলে বৃরখে, ফল সে বরখে।

আমি কি তাহার চেয়েতে হীন ?

একথা কহিয়া কিছু অর্থ দিয়া

ছাড়িলেন সেই দুষ্ট বটুরে।

ধন্য, ধন্য, কহি, রাজা যশ গাহি,

হর্ষে সকলে পুরাল মহীরে।

বৃক্ষ।

হে বৃক্ষ! তোমারে সবে জড় মতি কহে
এরূপ বিভ্রান্ত মত, মম কিন্তু নহে ॥
গর্ব্বিত কঠোরভাষী পরচর্চ্চাকারী।
মনুষ্য আচার দেখি, মূক রূপধারী ॥
একবার যেই জন, পর দুখ হরে।
পুনরায় তার কাছে দুখ দূর তরে ॥
কাতর সজল নেত্রে, হৃদয়ের কথা।
ব্যকত করিলে তেঁহ নাহি দূরে ব্যথা ॥
একবার দুখ তার, করেছেন দূর।
এ কারণ, পুন দুখ না করেন দূর ॥

হে বৃক্ষ! সদয় তুমি সকলের প্রতি
মিত্রামিত্রে সব জনে তব সম রতি॥
একবার ফল দিয়া না হও বিরত।
মুকত প্রাণেতে দান কর অবিরত॥
বরষে বরষে ফল কর বরষণ।
বিরখের গুণ ধনী করহ গ্রহণ॥

পাদুকা।

হে পাদুকে! তোরে, ভবে, ঘৃণা চক্ষে দেখে সবে,
আমি কিন্তু তোরে বড় মানি ভাগ্যবান!
প্রভু অঙ্গ স্পর্শ লাগি, কত নিশি থাকি জাগি;
তবু না হইল মোর হৃদি পরশন।
কেন না হইনু আমি পাদুকা রতন।
প্রভুর কমল হস্ত, বক্ষেতে করিয়া ন্যস্ত,
হে পাদুকে! যাবে তুমি প্রসাধিত হও।
তোমার সে ভাগ্য দেখে, পেতে চাই হাসি মুখে,
উভয়ের ভাগ্য যেন হয় বিবর্ত্তন।
কেন না হইনু আমি পাদুকা রতন।
কত দিন প্রভু তোরে, কত না যতন ক'রে
শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ বর্ণে করে বিভূষণ।

প্রভু অঙ্গ স্পর্শ করি, সর্ব্বপাপ ক্ষয় করি,
বহুল তীরথে তব হইল গমন।
কেন না হইনু আমি পাদুকা রতন।
সুযতনে প্রভু মোর, মল্যা দূর করে তোর,
সার্থক হইল তব পাদুকা জনম।
তব প্রতি এত দয়া, মোর দুখে কাঁদে হিয়া,
নিঠুর হইয়া হায়! করে বিচরণ।
কেননা হইনু আমি পাদুকা রতন।
ও পাদুকে! প্রিয়তম চরণ ভূষণ!
সহৃদয় প্রভু মোর, সকরুণ প্রতি তোর,
কিন্তু মম দুঃখ নাশে করেনা যতন।
জনম জীবন হায়! বৃথায় কাটিয়া যায়,
না মিলিল ভাগ্যে মোর প্রভু সম্মিলন।
কেননা হইনু আমি পাদুকা রতন।

একলব্য ।

ধন্য ! ধন্য ! একলব্য স্বভাব সুন্দর,
লভিয়া জনম তুমি নিষাদ কুলেতে,
সুপবিত্র করিয়াছ ভারতবরষ ।
মূর্ত্তিমান সরলতা, একাগ্র অসীম,
যে কীর্ত্তি রচিলে তুমি বিশ্ববিমোহন
তাহার তুলনা নাই জগত মাঝেতে ।
রাজঅন্ন পরিপুষ্ট, রাজেন্দ্র পূজিত,
অর্জ্জুন সন্তাপ দূর করিবার তরে,
যবে দ্রোণ যাইলেন একলব্য পাসে,
কহিলেন, মর্ম্মভেদী সুকঠোর বাণী,

"প্রদান করহ যদি মম শিষ্য হও
গুরুর দক্ষিণা"। আমি তব শিষ্য হই,
ইথে নাহিক সন্দেহ, অদেয় তোমাকে
সর্ব্বস্ব অর্পণ আমি তোমার চরণে,
করিলাম দেব! আর কি করিতে হবে?
আজ্ঞা দেহ মোরে, সদা আজ্ঞাবহ আমি।
নবনীত সম ব্রাহ্মণ হৃদয় হায়!
রাজার অন্ন হয়েছে কঠোর।
অতীব কঠোর ভাষে কহিলেন তিনি
"নাহি চাহি অন্য কিছু শুন একলব্য,
দক্ষিণ করের তুমি অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া॥
প্রদান করহ মোরে, ইহাতেই প্রীতি।"
গুরুর শুনিয়া আজ্ঞা, অচঞ্চল চিতে,
হাসিতে হাসিতে কাটি শাণিত অসিতে,

প্রদান করিল বীর-কুল-চূড়ামনী।
এইরূপ আত্মত্যাগ ভারতে সম্ভবে।
শিখুক ভারতবাসী, একলব্য হতে;
সুখের প্রাচীন দিন যদি পুনঃ চাহ॥

আমার দেশ।

জননীর অশ্রু দূর, যেই করে সেই শূর,
এমন সূরের সংখ্যা দেশে কেন কমিল ?
চতুর্দ্দিকে হাহাকার, জরাজীর্ণ শীর্ণাকার,
দেশের দুর্দ্দশা দেখি, হিয়া নাহি তিতিল ॥
যে দেশের পুত্র বরে, জীব দুঃখ দূর তরে,
ধরণীর ধূলা সব, অশ্রুজলে ভিজাল।
সে দেশের জন এবে প্রতিবেশী আর্ত্তরবে
একটু চঞ্চল হায় ! কেন নাহি হইল ?
এমন কঠিন হায় ! কেন বল হইল ?

যে দেশেতে প্রভু মোর, বিগলিত অশ্রুলোর,
জগতের দুখদূরে মন নিবেশিল।
এখনও সুদূর দেশে, যাঁর নাম ভক্তিবশে,
কোটী কোটী নারি নর উচ্চারণ করে।
এমন পবিত্র দেশ, এহেন দরিদ্র বেশ,
কার সাঁপে অভিশপ্ত হল নাহি জানি।
যে দেশের জনবরে, আশ্রিতের রক্ষা তরে,
অকাতরে এ শরীর করেন প্রদান।
সে সকল পুণ্য কথা, শুনা যায় যথা তথা,
স্মরণেতে শরীরেতে পুলক উদ্গম।
বিশ্বাস করিয়া এবে, রাখ ধন নাহি দিবে,
(এরূপ) বংশ ধ্বংসকর দৃশ্য বহু দেখা যায়।
সরল পবিত্র মন, যে দেশের জনগণ,
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ্য করি, সর্ব্বস্ব অর্পণ।

এদের কি সেই বংশে জনম গ্রহণ ?
সত্যের রক্ষার তরে, যে দেশের জনবরে,
অকাতরে বনমাঝে করেন গমন।
এবে কেন সেই দেশে, অকারণে মিথ্যা ভাষে,
দেখে শুনে পাই যেন যাতনা মরণ।
এমন সুন্দর দেশ, সাধুর পরিয়া বেশ,
কলঙ্কিত করিতেছে পাপে অগণন॥
হে প্রভু ! দয়াল তুমি, শুদ্ধ কর পাপভূমি,
শুভ বুদ্ধি দিয়ে সবে সুমার্জ্জিত কর।
আমার এ পুণ্য দেশ, যার তুল্য নাহি লেশ
জগতের মাঝে যাহা অদ্বিতীয় বলে।
সে দেশের অধোগতি, মোর সম মূঢ়মতি,
দেখে দেখে, ভেবে ভেবে, ভাষি অশ্রুজলে॥

রাস রমণকালে ডেকে নিও মোরে।

শুষ্ক সময় গিয়াছে চলিয়া,
সরস বরষা আসিল যবে,
রসেতে পুরিল মদেতে মাতিল,
নবীন জীবন পরশে সবে।
সে রস শরতে পরিপুষ্ট হলো,
পাইল প্রকৃতি নবীন রূপ।
সে রূপ মাধুরী কহিতে না পারি,
ফুটি বাহিরিল অপূরব রূপ।
রজহীন হয়ে আকাশ শোভিল,
পৃথিবী পুরিল মধুর গন্ধে।
ত্বচা সুখবহ সমীরণ বহে,
নাসিকা রমণ মোহন গন্ধে।

সুশ্যামল রূপ ধরিল বিরখে,
নয়ন হৃদয় মোহন করে।
অপূর্ব্ব কুসুম ফুটিল তাহাতে,
শ্যামল দেবতা পূজন তরে।
আকাশে উদিল শ্যামল ভানু,
সুখদ কিরণে ভরল তনু।
অমিয় সায়রে সিনিয়া উঠল,
সুধাংশু সুধায় পুরল জনু।
শ্রবণ সুখদ, স্বরেতে গাহিল,
একটি প্রাণেতে প্রাণীরা যেন।
প্রাণের ভাষায় পৃথিবী ভরিল,
কুহকে মোহিল সকলে যেন।
জল শোভা পেলো কুমুদ কহ্লারে,
তাহাতে রমিল হংস বরে।

কুঞ্জ কানন সুশোভিত হ'লো,
পুষপে বিহগে, অলিঝংকারে।
শ্যামল শস্যে, মেদিনী ভরল,
শ্যামল নীলাভ মেঘেতে নভঃ।
নীলাভ জলেতে, পৃথিবী বেড়ল,
অনুকরল সকল নীল প্রভ।
হ্লাদিনা শকতি ব্যকত হইল,
প্রিয়জন সহমিলন তরে।
মোহের বন্ধন সকল টুটল,
ব্যাকুল হইল মিলন তরে ।
দ্বাদশ বরষ, বয়স প্রভুর,
রাসেতে রমণ বাসনা হলো।
সে অপূর্ব্ব লীলা ভকতে দেখিল,
যোগী ধ্যানে দেখে কৃতার্থ হলো।

ইন্দ্রজাল সম রচিয়া বিশ্বে,
নটবর শ্যাম, ক্রীড়া করেন।
সে ক্রীড়া দেখাতে, অভিলাষ হলো,
করুণা সাগর প্রভুর মোর।
মিলন জীবন, মিলন প্রকৃতি,
মিলনে জগৎ প্রকাশ পায়।
বিয়োগ মরণ, বিয়োগ বিকৃতি,
বিয়োগে জগৎ বিলুপ্ত হয়।
মিলনে আনন্দ, মিলনে শকতি,
মিলনে পূর্ণত্ব প্রাপত হয়,
মিলিবার তরে প্রভু ইচ্ছা করে,
ইথে বাধা দিতে, কে সমর্থ হয়?
চন্দ্ররূপেতে রোহিণী মিলিলা,
ছায়া সহ ভানু রমণ করে।

রাস রমণকালে ডেকে নিও মোরে।

গন্ধসহ বায়ু আপনি মিলিলা,
যমুনা চলিলা সাগর তরে।
সেব্য সেবক আপনি মিলিল,
দেখ! পূজ্য, পূজক মিলিত হলো।
যোগীজন অহো! মিলিত হইল,
অভীষ্টে মিলিয়া কৃতার্থ হলো।
পুষ্প আপনি স্বয়ং রমিল,
ময়ুর রমিল ময়ুরী সহ।
প্রকৃতি পুরুষ মিলিত হইল,
বিয়োগী নাহিক রহিল কেহ।
বংশী রবেতে গোপীকা যতেক,
যমুনার তটে মিলিলা আসি।
প্রভুর পরশে অতীব হরষে,
আনন্দসাগরে যেমতি ভাসি।

হাসিলা চন্দ্রিকা আকাশ মাঝেতে,
হাসিল আকাশে নক্ষত্রচয়।
হাসিল পবন মৃদুমন্দ বহি,
হাসিল স্বরগে দেবতাচয়।
প্রভুর হাসিতে হাসিল জগত,
পুলকে পুরিল সকল দেহ।
আনন্দ সাগরে সকলি ডুবিল,
নিরানন্দ লোক না হ'ল কেহ।
যুবতী আহিরী সমাগতা দেখি,
মুচকি হাসিয়া, কহেন প্রভু।
পতিপুত্রগণে গৃহেতে রাখিয়া,
কেমনে তোমরা আসিলে হেথা।
নারীর ধরম পতির সেবন,
সে ধরমে তোমরা দিওনা ব্যথা।

নিশীথ সময়ে গৃহ নাহি ছাড়ে,
তোমরা সে গৃহ ছাড়িয়া এলে।
এত আৰ্য্য ভাব নয়, অনাৰ্য্যের ধারা,
তোমরা এ ধারা কোথায় পেলে।
প্রভুর বচনে স্তব্ধ হইয়া,
শুনিলা যুবতী আহিরিগণ।
বজ্রাহত হল, বাক্য না সরিল,
হৃদয় হইল হীন স্পন্দন।
নিঠুর বচন শুনিয়া তাহারা,
অবনত হয়ে চরণ দেখে।
পাইল শকতি কহিল এমতি,
এরূপ প্রভু গো কিরূপ ধারা।
প্রভু !
দেহ তোমার, আত্মা তোমার,
হৃদয় তোমার, নাথ তুমি।

তোমার আজ্ঞা করিছি পালন,
ধরম অধর্ম্ম জানি না আমি।
নাথ!
প্রকৃতি আমরা, সহজ দুর্ব্বলা,
দুর্ব্বল সদাই ছলনা করে।
সে ধারা উলটি বাক্য শেল হানি,
জীবিতে মারিয়া কি সুখ পেলে।
নাথ!
অচিন্ত্যশকতি ধরিয়া জগত,
সদাই লালন পালন কর
আশ্রিতে নাশিয়া বাক্যেতে দহিয়া,
কিরূপ শকতি প্রকাশ কর।
নাথ!
এ দেহ তোমার, এ প্রাণ তোমার,
যে রূপ চাহ সে রূপ কর।

দাসীর ধরম, পালিব আমরা,
যে রূপ নাচাবে নাচিব মোরা।
এ কথা কহিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া,
চরণে লুটিয়া পড়িল সবে।
প্রভু, প্রবোধিত ক'রে তুলিল সকলে,
বক্ষেতে ধারণ করিল সবে।
এক হয়ে প্রভু হইলেন বহু,
অপূর্ব্ব মায়াতে ছাদিল সবে।
প্রভুর পরশে অভিমান গেল,
পরশে পাইল পরম জ্ঞান।
দুই যে মিলিয়া এক হইল,
প্রভুর ইহা যে অপূর্ব্ব বিধান।
রাস রসিক, প্রভু যে আমার,
আরম্ভিলা রাস গোপিনী সহ।

সে রাস দেখিতে, মানষ চোখেতে,
বহু পুণ্য ফলে পায়না কেহ।
প্রকৃতি পুরুষ মিলিত হইয়া,
নৃত্য করিল অতি মনোহর।
বর্ণিতে শকতি আছে কাহার ?
সে বাক্য মনের হয় অগোচর।
প্রভুর কৃপায় মানষ চখেতে,
দেখহ পরম ভকতগণ।
লেখনি আমার কম্পিত হতেছে,
আর না করিছে অগ্রে গমন।
রাসের বারতা পৌহুছিল যবে,
পুণ্যবতী ব্রজ অঙ্গনা কাছে।
প্রভুর পরশে ভাগ্যবতী যারা,
পড়িল তাদের চরণ কাছে।

মিনতি করিল, করেতে ধরিল,
কাকুতি করিল, কতেকমতে ;
রাসরমণকালে শ্রীপ্রভুর পদতলে,
ডাকিয়া লইয়া নিয়ে যেতে।

"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব"।

অতএব উঠ তুমি যশোলাভ কর।

(১)

তরুণ অরুণ পূর্ব্ব দিকেতে উঠেছে,
বিভীষিকাপ্রদ অন্ধকার দূরে গেছে।
সর্প নহে, রজ্জু ইহা, ভয় কেন কর?
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর॥

(২)

সুদৃঢ় হয়েছে রজ্জু, একতা বন্ধনে,
অলপ প্রয়াসে হস্তী বাঁধহ আলানে।
অহহ! আলস্য কেন, বল ইথে কর?
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর॥

(৩)

পতিতের সখা প্রভু, পতিত পাবন,
পতিতের বল তিনি, পতিত শরণ।
এ কথা বিশ্বাস করি, ভয় পরিহর,
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর ॥

(৪)

চিরকাল কেহ নাহি হয় বিলুণ্ঠিত,
কালের প্রভাবে সেও, হয় সমুত্থিত।
আসিয়াছে শুভদিন, আনন্দ আকর,
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর ॥

(৫)

মোহের পরদা দেখ, গিয়াছে টুটিয়া,
আর কেন বৃথা ভয় করহ দেখিয়া ?
(এরা) কোন অংশে তোমা হ'তে নহে উচ্চতর।
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর ॥

(৬)

তোমার উত্থানে, জাতি হবে সমুজ্জ্বল,
জরাজীর্ণ শীর্ণ নর, হবে অতিবল ।
আর কেন আপনারে নিমজ্জন কর ?
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর ॥

(৭)

হয়েছে সদয় ভক্ত-প্রিয় দেবগণ,
শুভ আশীর্ব্বাদ তাঁরা, করেন বর্ষণ ॥
সংকীর্ণ মমত্ব বুদ্ধি বিসর্জ্জন কর,
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর ॥

(৮)

স্বরগের দ্বার দেখ, বিমুক্ত হয়েছে,
অভ্যর্থনা তরে দেবী, পুষ্প লয়ে আছে
শরীর ত্যাগের ক্ষণ গ্রহণহ কর,
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর ॥

(৯)

বিজয় পতাকা দেখ, আকাশে উড়েছে।
সমবেত তার তলে সকলে হয়েছে॥
এ সময় কেন তুমি কৃপণতা কর।
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর॥

(১০)

আলস্য সকলি নাশে, পশু সম করে,
রোগ, শোক, দরিদ্রতা আনয়ন করে॥
ধৈর্য্য, পরাক্রম, আর উৎসাহকে ধর,
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর॥

(১১)

হারায়োনা এ সুযোগ, আলস্য করিয়া,
অঞ্চল ধরিয়া গৃহ কোণেতে থাকিয়া।
দেশের কল্যাণ তরে অগ্রগতি ধর,
অতএব উঠ তুমি, যশোলাভ কর॥

বীর সাধনে কে হবে ব্রতী ?

(১)

ঘোর অন্ধকার চৌদিকে ঘেরেছে।
অসনি সম্পাতে অম্বর কাঁপিছে !
প্রলয়ের সম মুসল ধারাতে,
দেখ ! বসুন্ধরা যাইছে ডুবিতে.
এ ঘোর সঙ্কটে জগত রাখিতে,
বীর সাধনে কে হবে ব্রতী ॥

(২)

দ্বাদশ আদিত্য, উঠেছে গগনে।
পৃথিবীরে যেন ভস্মের কারণে।
ত্রাহি, ত্রাহি, ডাকে আকুল পরাণে,
খুঁজিছে সকলে আশ্রয় স্থান।
এ দুখে রাখিতে, শীতল করিতে,
বীর সাধনে কে হবে ব্রতী ॥

(৩)

অস্থি চর্ম্ম-সার, নর নারী দেখ,
জল দে, জলদে বলিয়া ডাকিছে।
পিণ্ডের তরেতে হস্ত প্রসারিছে।
আর্ত জনের দুখ বিদূরিতে,
বীর সাধনে কে হবে ব্রতী ॥

(৪)

জীবনেতে মৃত, বুভুক্ষিত যত,
দারুণ অভাবে, প্রপীড়িত কত,
ভ্রাতা ভগ্নী হায়! দেখ কত শত,
মরণের মুখে হতেছে ধাবিত।
ইহাদের তরে, প্রাণোৎসর্গ ক'রে,
বীর সাধনে কে হবে ব্রতী ?

(৫)

চতুর্দ্দিকে দেখ, পিশাচ নাচিছে।
অট্ট, অট্ট, হাসে দিগন্ত কাঁপিছে ॥
ব্যভিচারে পূর্ণ, ধরা যে হয়েছে।
এ ঘোর সঙ্কট বিদূরণ তরে,
বীর সাধনে কে হবে ব্রতী ॥

(৬)

এস এস বীর! এ ব্রত গ্রহণ,
করিয়া সর্ব্বস্ব, করহ অর্পণ।
ঘৃণা, লজ্জা, শোক, করিয়া বর্জ্জন।
স্বরগ শান্তি কর আনয়ন।
তবে ত পৃথ্বীর কল্যাণ হবে।

(৭)

এস, এস বীর, সমর বিজয়ী,
এ ঘোর সঙ্কটে, হও তুমি জয়ী।
"মন্ত্রের সাধন দেহের পতন"।
এ শুভদ মন্ত্র, করহ গ্রহণ।
তবে ত সমরে উত্তীর্ণ হবে॥

(৮)

ব্রত ভঙ্গ তব, করিবার তরে,
ঐ দেখ মার, আয়োজন করে।
গোপার বল্লভে নিপীড়ন তরে।
যেরূপ কারয করিয়াছিল॥

(৯)

করোনাকো ভয়, জয়ী তুমি হবে,
অটল হইয়া আসনে বসিবে।
কত বিভীষিকা, সম্মুখে আসিবে,
সকলি ক্ষণেকে বিলুপ্ত হবে॥

(১০)

সুদৃঢ় হইয়া কার্য্য যদি কর,
হে বীর! তবে ত হইবে সফল।
তোমার সিদ্ধিতে, হবে সমুজ্জ্বল,
অন্ধকার সব বিদূরিত হবে॥

(১১)

অলস হইয়া, থেকো নাকো আর,
উঠ! উঠ! বীর দৃঢ়তাকে ধর,
স্বরগ মরতে, মরত স্বরগে,
লয়ে যেতে তুমি, প্রাণপণ কর।
তবে ত জীবন সার্থক হবে॥

(১২)

তবে ত পারিবে, অমৃত লভিতে,
দুখ দৈন্য আদি, সকলি নাশিতে,
অমর হইয়া জগতে থাকিতে,
(তব) রাজিবে বাজিবে গাহিবে নাম॥

(১৩)

সাধনার বলে, বলবান হবে,
সংসারে তোমারে কেহ না আঁটিবে।
কেন মৃতপ্রায়, জড় হয়ে রও,
বীর রসে বীর, অভিসিক্ত হও,
বলবান সব প্রাপত হয় ॥

(১৪)

বীরভোগ্যা এই বসুন্ধরা হয়,
অলসের তরে কিছু নাহি হয়।
কাপুরুষগণ দুখের ভাজন,
অকাল মরণ, ব্যাধি নিপীড়ণ,
অভাবের মাঝে হয় নিমজ্জন ॥

ধরমের ডাক।

ধরম ডাকিছে, কে আছ তোমরা,
আমায় রখিবে এস।
অলস হইয়া, রহোনা এখন,
আমারে রখিবে এস॥
তব পিতৃগণ, সুবহু যতনে,
করেছে আমার সেবা।
তোমরা তাদের তনুজ জানিও,
করহ আমার সেবা॥
আমার সেবায়, পেয়েছে তাহারা,
পরম দীরঘ আয়ু।
সেরূপ সেবিয়া, লভহ তোমরা,
পরম দীরঘ আয়ু॥

কত শত জাতি, তোদেরি সামনে,
আসিয়া গিয়াছে চলিয়া।
আমার সেবায়, আছহ তোমরা,
আবার থাকিবে রহিয়া॥
চতুরদিকেতে, ভীষণ রূপেতে,
ফেলেছে আমারে ঘেরিয়া।
নাশিবার তরে, মরম ভিতরে,
হানিতেছে শূল রোষিয়া॥
এদারুণ কালে, দিব তার ভালে,
যে জন আমারে রাখিবে।
অপূর্ব্ব ভূষণ পরাব তাহারে,
অমর হইয়া রাজিবে।
কে আছ তোমরা, এস ত্বরা করি,
স্বরগ হয়েছে মুক্ত।

এই শুভক্ষণে অহো ! প্রাণপণে,
কারযে হইবে মুক্ত ॥
অন্যথা করিলে, পতিত হইবে
জীবনে হইবে মৃত।
চরণে দলিত, হইবে মথিত,
বংশ ক্রমেতে ক্রীত ॥
গোব্রাহ্মণ তয়ে, বহু বর্ষ ধরে,
দিয়াছে শোণিত ধারা।
তবেত রেখেছে, অমর হয়েছে,
কীর্ত্তিভূষিত ধারা ॥
এসুখের ভূমি, দুখেতে পুরিবে,
জ্বলিবে দারুণ জ্বালা।
তখন সপত সাগর নিবাতে.
নারিবে ইহার জ্বালা ॥

তাই বলি প্রিয়, উঠ ত্বরা করি,
রাখহ পূরব কীর্ত্তি।
সবে এক হয়ে, স্বার্থে বলি দিয়ে,
রচহ অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।
ঐ শুন সবে ডাকে উচ্চ রবে,
ধরম, করম, দেবতা সব॥
দরিদ্র কুটিরে, রাজার মন্দিরে,
শুনাও সর্ব্বত্র, এশুভ রব।
ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, যতি কিবা ব্রতী,
ক্ষত্রিয়, বণিক, যে কেহ হও॥
ধরমের তরে, শক্তি লয়ে করে,
সকলের আগে চলিয়া যাও।
বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী,
অথবা স্থবির, কেননা হও॥

যেরূপেতে পার, নিবেদন কর,
সকল শকতি দিয়া পুরাও।
দেশবাসী জনে, যদি এক মনে
আপন শকতি নিয়োগ করে।
আপন ধরম, সুরক্ষার তরে,
যদি সে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে॥
অতীব তুচ্ছ চামড়ার সুখ,
যদি সে ভুলিয়া বিহ্বল হয়।
কে পারে তাহারে, বিনাশ করিতে ?
সকল তাহার অধীন হয়॥
আহ্বান শুনিয়া, ঐ দেখ! দেখ!
ধ্যান পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ।
গিরির গহ্বর পরিত্যাগ করি,
ধাইছে পরাণ করিয়া পণ॥

দেশের কল্যাণ, দেশের মঙ্গল,
এখন ইহাই এঁদের ধ্যাণ।
ধরমের তরে, উদ্ভাবন করে,
বিষ্ময় কর অপূর্ব্ব বিধান ॥
দেশের গৌরব, গুরুগণ দেখ,
প্রজার সন্তাপ, দূরের তরে।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, সুদূর গ্রামেতে,
শকতি মন্ত্র বপন করে ॥
আছিল যাহারা, ভুলিয়া আপনে,
সুপত, ক্লান্ত, মুগধ-প্রায়।
গুরুর কৃপায়, জাগিয়া উঠিল,
সিংহ গর্জ্জনে মেদিনী ফাটায়
কুলপতি * এবে বনের ভিতরে,
শিখাতে লাগিল একাগ্র হয়ে।

---

* যাঁহার কাছে দশ সহস্র শিষ্য অধ্যয়ণ করে।

ধরমের তরে, প্রাণ তুচ্ছ করে,
কারয করহ বেদেতে লিখয়ে ॥
শুন বৎসগণ ! শুন মন দিয়া,
সুবর্ণ অক্ষরে রাখহ লিখিয়া ;
অধীনতা সম, দুখ প্রদ মম,
অন্য কিছু আছে, নাহি আছে জানা
অধীন হইলে, মনুষ্যত্ব যাবে,
আর্য্য ভাব সব, বিলীন হইবে।
তাহার স্থানেতে পশুত্ব আসিবে,
পশুসম হয়ে জীবন যাবে।
তাই বলি শুন, শুন বৎসগণ !
ধরম রাখিতে কর প্রাণপণ,
ধরম যথায় সুরখিত হয়,
তথায় আনন্দ আপনি বহে।

আচার্য্যের কথা, মরমে বিঁধিল।
সকলের মন বিগলিত হল,
অভিষ্ট সাধনে সুদৃঢ় হইল,
স্বরগ দ্যূতিতে বদন ভরিল ॥
বাধা, বিঘ্ন, শ্রম, কিছু না মানিল,
যেন ত্রিদিব বিজয়ে প্রবৃত্ত হ'ল।

ধরমের ডাক রমণী সমাজে,
ধীরে, ধীরে, ধীরে, করিল প্রবেশ,
ধরম মূরতী মহিলা সকল,
ধরমের ডাকে হইল বিহ্বল।
কোমল প্রকৃতি, মধুর মূরতী,
যেন দুর্গারূপধরি দুর্গতি নাশে।

যপ, তপ, ব্রত, আছিল সম্বল,
শিখা স্বরূপিনী ব্রাহ্মণী সকল,
তারাও বুঝিল, তারাও টলিল,
ডাকিয়া কহিল সুপুত্র গণে।
এস বৎসগণ প্রাণের অধিক,
সহিয়া পালিনু দুখ সমধিক
সে দুখ সুখেতে হবে পরিণত,
কার্য্য করিলে সাধুর সম্মত।
গরভে ধারণ কালেতে কত,
ভাবনা দিয়া করিছি ভাবিত,
ভাবনা পূরণ, কাল সমাগত।
যাও বৎসগণ কাজে হও রত
স্তন্যদান কালে, ডেকেছি বিভুরে,
পুত্র যেন মোর সকল উপরে,

জ্ঞানেতে, বলেতে, দানেতে, তপেতে
শীর্ষস্থান যেন অধিকার করে।
সুচিরকালের সুপোষিত আশা,
কীর্ত্তিতে পুরাও সকলহ আশা।
তোদের কারযে জাতি সমুজ্জ্বল,
মুখও মোদের হউক উজ্জ্বল।
"ধরম সুরক্ষা সুদারুণ যজ্ঞে
এ শরীর তোরা আহুতি দে"
মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি,
ধরম রাখিতে প্রাণপণ করি,
ধাইল যুবক, পাছু নাহি ফিরি,
কঠোর কারযে প্রবৃত্ত হল।

ক্ষত্রিয় মাঝেতে ধরমের ডাক,
পৌঁছুছিল যবে ফেলি সব কাজ।
একত্র হইয়া সকলে বসিল!
উৎসাহ বহ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হ'ল।
যেন হিমালয় চূর্ণ করিবারে।
অথবা সাগর শোষিবার তরে।
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলে,
ধাইল কর্ত্তব্য সাধনের তরে।
তরঙ্গ বিক্ষোভে, সমুদ্র যেমতি।
রাজন্য সমাজ, ক্ষুব্ধ তেমতি।
ধরম রাখিতে, প্রজারে পালিতে,
দুষ্টে নাশিতে, হ'ল অগ্রগতি।

ক্ষত্রিয় মহিলা তারাও উঠিলা,
সিংহিনী সম গর্জ্জন করিলা।
পুত্র আদিগণে, নিকটে ডাকিলা,
উৎসাহিত ক'রে শক্তি সঞ্চারে।
বর্ষিয়সী এক ক্ষত্রিয় মহিলা,
উচ্চস্বরে সবে কহিতে লাগিলা,
ধরম রক্ষার স্তম্ভ তোমরা,
তা যদি আলস্যে বিনষ্ট হয়।
তা হলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে,
সুরম্য এ হর্ম্ম্য ধুলিতে মিলাবে,
ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিশৃঙ্খল হবে,
সুখের সংসার দুখেতে ডুবিবে।
তোমরা জগতে আদিকাল হ'তে
ধরম রাখিতে হৃদয় শোণিতে,

রঞ্জিত করেছ, এরূপ কারয
করিয়া পেয়েছ ক্ষত্রিয় নাম।
সুপুণ্যে অর্জ্জিত সুপবিত্র নাম।
এ নাম রাখিলে পাবে পুণ্যধাম
উঠ বৎসগণ! পূরণ করহ
যে জন্য গরভে ধারণ করেছি।
ভাগ্যক্রমে তোরা পেলি শুভ দিন।
কারয করহ হইয়া অদীন
মান্ধাতা, অর্জ্জুন, রাম, যুধিষ্ঠির,
যেরূপ সকল হৃদয়ে র'ন।
সেরূপ তোরাও পূজিত হইবি,
দেশবাসী জনে উদ্ধার করিবি,
যাও বৎসগণ! যাও শীঘ্র করি,
ধরম রাখিতে প্রবৃত্ত হও।

চলে গেলে তোরা, আলস্যে আমরা,
অমূল্য জীবন না করে যাপন,
অসম্ভব যাহা, সাধিতেই তাহা,
আমরা সকলে করিব পণ।
নারীর কথায়, ক্ষত্রিয় বালক—
মুখেতে উঠিল অপূর্ব্ব ঝলক।
গজেন্দ্র মথনে, করীন্দ্র যেমতি
সেরূপ গতিতে চলিয়া গেল।

ধরম রাখিতে বণিক সমাজ,
আসিয়া মিলিল, ফেলি সব কায॥
আসিল বালক, আসিল যুবক,
বৃদ্ধ ও স্থবির যুবক রূপে।

বাণিজ্যের তরে, দ্বীপ দ্বীপান্তরে,
ভ্রমিয়া অর্জ্জিল বিপুল ধন ॥
এরূপ বণিক, শতশ আসিয়া,
কহিল অর্পিনু জীবন ধন।
শান্ত প্রকৃতি, সুধীর সুমতি,
কারয নিপুন সারথবহ ॥
রাম, রাম, কহি সবে সম্ভাষিয়া,
কহিলেন কথা বিস্ময়বহ।
ধরম শান্তির একমাত্র মূল,
ধরমই বাণিজ্যে ঋদ্ধির কারণ
ধরম যথায় সুরখিত হয়,
বিজয় তথায় সদাই হয়।
ধরম থাকিলে শান্তি বহিবে.
যথায় শান্তি, তথায় ধন।

ধনেতে বৃদ্ধত্ব আমাদের হয়,
সেবৃদ্ধত্ব লাভে করহ পণ ॥
ধরম যাইলে দরিদ্র হইবে,
না হবে যজ্ঞ, পুরতকায।
এরূপ জাবন করিতে যাপন,
স্বপনে ও কেহ নাহিত চায় ॥
ধরম রখিতে পূর্ব্বার্জ্জিত ধন,
যত কিছু আছে করিনু অর্পণ।
ধন, মন, তন সব নিবেদন,
যা কিছু আমার সংসারে আছে ॥
একথা কহিয়া সেই বৈশ্যবর,
নিরব হইয়া বসিল পাছে।
মরমে বিঁধিল সে সকল কথা,
উন্মত প্রায় হইল সবে ॥

কার্য্য সাধিতে. ধরম রখিতে,
আহুতি দিল শরীর সবে ।
দেশ কাল পাত্র অভিজ্ঞ বণিক
ছুটিল সকলে দেশের তরে

ধরমের ডাকে আসিয়া মিলিল,
যতেক বণিক মহিলা ছিল ॥
হীরক খচিত, স্বুবর্ণ প্রভায়,
বণিক স্বুবর্ণ মহিলা এক ।
মুগধি সকলে, কহিতে লাগিল,
মরম পরশী কথা যাতেক ॥
নয়ন হইতে অগনি বাহিরি,
সবলা করিলা অবলাগণে ।

কারয সময় নিকটে এসেছে,
কথার সময় গিয়াছে চলি ॥
একথা কহিয়া শরীর হইতে,
যতেক গহনা দিলেন খুলি।
তাঁর আচরণে মহিলা মাঝারে,
বহিলা ভাব অপূর্ব্ব এক ॥
সে ভাবে ভাবিত যতেক ভামিনী
অর্পণ করিল ধন যতেক।
শান্তি স্থাপিতে, বিগ্রহ করিতে,
অরথ যেরূপ কারযকর।
চতুরতা সহ অরথ প্রয়োগে,
কারয সুসিদ্ধ নিশ্চয় হয় ॥

ধরমের ডাকে, চরণোদ্ভব,
শীঘ্র করি আসি মিলিল সবে
সগর সন্তানে উদ্ধারিতে অাহো!
চরণোদ্ভবা যেরূপ ধাবে॥
সকলে মিলিল উৎসাহিত হয়ে,
সকলে হইল এক মন।
অপূর্ব্ব কার্য্য সাধিবার তরে,
সকলে করিল বিষম পণ॥
এল লৌহকার, এলো স্বর্ণকার,
আসিল সৌত্রিক, স্থপতিগণ।
আসিল গান্ধিক, আসিল ভৌমিক,
আসিল সুদক্ষ যান্ত্রিকগণ॥
যত যত ছিল সকলে আইল
সকলে করিল জীবন পণ॥

লৌহসার দিয়া প্রস্তুত করিলা,
অপূর্ব্ব যন্ত্র কামারগণ।
নির্ম্মাণ করিল বিচিত্র আকৃতি,
দুর্গম দুর্গ, স্থপতিগণ ॥
তাহাতে স্থাপিল অপূর্ব্ব যন্ত্র,
সুদক্ষ কর্ম্মঠ যান্ত্রিকগণ।
খনক সকল, খনিল পৃথিবী,
রোধিতে শত্রুর সৈনিক দলে ॥
চর্ম্মকারগণ রচিল পাদুকা,
যোদ্ধার চরণ সুরক্ষা তরে।
কাম্বলিকগণ বুনিল কম্বল,
সুবর্ম্মকারেতে সুদৃঢ় সুবর্ম্ম ॥
রঞ্জকে রঞ্জিল এরূপ ভাবেতে,
দূরেতে অদৃশ্য হইল হর্ম্ম।

ব্যাধ আদিগণ, গমন করিল,
নিরখিতে সব শত্রুর গতি ॥
ছদ্মবেশ ধরি শত্রু সহ মিলি,
গমন করিল জানিতে মতি।
অপূর্ব্ব সমাজ সমবেত হ'ল,
মুকত কণ্ঠে কহিল এক ॥
শুন ভ্রাতৃগণ, শুন মন দিয়া,
স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ শূদ্র জনেক।
সেবার ধরম পরম কঠিন,
পেলাম আমরা বিধি আদেশে ॥
মূল যে রূপ বিচলিত হ'লে,
বিশাল বৃক্ষ আপনি নাশে।
বরণ আশ্রমের মূলই আমরা
মোদের স্থিতিতে ইহা বিকাশে ॥

সুরম্য প্রাসাদ ভিত্তি যে রূপ,
লোকলোচন দূরেতে থাকে।
সুন্দর কার্য্য উপরে থাকিয়া,
সুদূর হইতে কেমন ঝলকে ॥
সুদৃঢ় সে ভিত্তি, শিথিল হইলে,
সকল আপনি শিথিল হয়।
সেরূপ আমরা বিবশ হইলে,
এ দৃঢ় সমাজ বিবশ হয়।
যা কিছু গৌরব সমাজের আছে,
আমরা তাহার মূলেতে আছি ॥
ধরম বন্ধন শিথিল হইলে,
শিথিল সকল হইয়া থাকে।
শিথিল হইলে শৃঙ্খলা যাইবে,
স্বেচ্ছাচার তথা আসিয়া থাকে ॥

শিথিল হইলে সম্মোহিত হয়
সম্মোহিত জন বিনষ্ট হয়।
বিষেতে পূরিত, অমৃতে তে মাখা
কথাতে বঞ্চিত সে জন হয়।
ধরমের সহ দৃঢ়তা মিলিত,
ধরমের সহ বিশ্বাস থাকে॥
দৃঢ়তা যথায়, বিশ্বাস যথায়,
সকলই তথায় উন্নত থাকে।
এ কথা শুনিয়া সকলে মিলিয়া,
করিল অতীব দারুণ পণ॥
সাগরে গিরিতে, গিরি সাগরেতে
করিতে অর্পিল জীবন ধন।

শূদ্রের মহিলা সকলে মিলিলা
সকলে করিলা সুদৃঢ় পণ ॥
যপতপ ব্রত উদ্‌যাপন কাল
বিধি আনি দিলা এ শুভক্ষণ।
পুত্রগণে ডাকি, ওজস্বিনী ভাষে
কহিলা ধর্ম্মিষ্ঠা শূদ্রানী এক ॥
মরণ প্রকৃতি, জীবন বিকৃতি,
জানিয়া অর্জ্জহ সুকৃতি যতেক।
মৃত্যু বিনিময়ে অমৃত যে জন,
কাষ্টে লভিয়া অমর হয় ॥
সে পুত্রের মাতা হইতে কাহার,
হৃদয়ে আকাঙ্খা নাহিক হয় ?
শুন পুত্রগণ! অমর হইয়া,
মোদেরও বংশ অমর কর ॥

এ শুভ বারতা জগতে ঘোষিবে,
এ সকল কালের দুখ হর।
করম করিলে, অমর হইবে,
অতএব তোরা করম কর॥
তব পিতৃগণ, করম করিয়া,
জগতে পেয়েছে স্থান প্রধান।
তোরাও সে রূপ করম করিয়া
লভহ স্থান অতীব শোভন॥
সেবিছে মার্ত্তণ্ড, বিশ্ব রখিবারে,
প্রভঞ্জন দেখ, বহিছে সদা।
সেব্য সেবক ভাবেতে মিলিত,
এ ভাব তোমরা ছেড়োনা কদা॥
এ পবিত্র ভাব যেখানেতে থাকে,
সে খানে উন্নতি সদাই হয়।

ইহার অভাবে স্বারথপরতা,
আসিলে সকল বিনষ্ট হয়॥
রমণী কথায় উদ্বেলিত হ'ল,
সকলে ধাইল করম তরে।
দলে দলে সবে, মিলিত হইয়া,
রোধিল শত্রু সুদৃঢ় করে॥
অপূর্ব্ব তরঙ্গ প্রবাহিত হ'ল,
সমাজে আসিল অপূর্ব্ব বল
অপূর্ব্বকার্য্য সাধনের তরে,
ধরিল সকলে অপূর্ব্ব বল॥
চুম্বক চুম্বনে, লৌহ যেমতি
অপূর্ব্ব শকতি প্রাপত হয়।
এ ভাব ভরঙ্গে তরঙ্গিত সবে,
বজ্রসম বেগে ধাবিত হয়॥

কাণা, খোঁড়া, আদি আতুর সকলে,
ধাইল করিয়া পরাণ পণ।
কেহ না রহিল অলস হইয়া,
ছাড়িল সকলে গৃহের কোণ॥
করম দেবতা, করম করিতে,
ধরাতে আসিল নামিয়া যেন,
সকলের মুখ উজ্জ্বল হইল,
মলিনতা আর থাকিবে কেন?
রাজা ও প্রজা, মিলিল সকলে,
মিলিল বিদ্বান মূরখগণ,
পুরব শত্রুতা, ভুলিলা সকলে,
হইল যেমতি একটি মন।
সুবর্ণের প্রীতি, কিম্বা মৃত্যু ভীতি,
কাহারও হৃদয়ে পেলোনা স্থান

বহুমত গিয়া, একমত হ'ল,
তর্জ্জনী হেলনে করে পয়ান।
নায়ক ইঙ্গিতে চলিল সকলে,
করিলনা কেহ তাহাতে দ্বিধা ॥
আজ্ঞার পালনে উন্মত হ'ল
পাইল যতেক তাহাতে সুধা।
ক্ষুবধ সাগর তরঙ্গ যেমতি,
ভূমিতে আসিয়া আঘাত করে ॥
তেমতি জনেক অন্ধ হৃদয়ে
এভাব আঘাতে ক্ষুবধ করে।
আছিল যে জন পথ প্রদর্শক,
এভাব তরঙ্গে গিয়াছে ভেষে ॥
পথের ধারেতে সযোড় করেতে
বিনয়ের সহ সকলে ভাষে।

তোমরা যাইবে, অমর হইবে,
আমি কি রহিব, মরিব হেথা ॥
হবেনা হবেনা, এরূপ হবেনা,
দিওনা আমার মরমে ব্যথা।
আমিও যাইব, করম করিব,
শরীর করিব আহুতি দান ॥
ডাকিয়া লইও আমারে তোমরা
চরণে কৃপয়া দিওগো স্থান।
অনধ বলিয়া, ছাড়িয়া যেওনা,
ডাকিয়া লইও আমারে তথা ॥
শত্রুর পথ, রোধিবার তরে,
সঁপিব শরীর দুর্গম যথা।
স্বলপ মৃত্তিকা ভগনোন্মুখ
বাঁধেরে কালেতে রক্ষাকরে ॥

দেখ! প্রবল বণ্যা প্রতিহত হয়,
　　শ্যামল শষ্যে পৃথিবী পুরে।
সেরূপ আমারে ক্ষুদ্র জানিয়া,
　　অবহেলা করি যেওনা চলে॥
ডাকিয়া লইও আমারে তোমরা
　　ছেড়োনা অন্ধ দরিদ্র বলে।
সমুদ্রবিহারী বিপুল সুপোত,
　　ক্ষুদ্র ছিদ্রে যথা জলেতে ভরে॥
দেখ সে ছিদ্র, ক্ষুদ্র কীলকে
　　কীলকীত হলে কেমন তরে।
একটি ইন্দ্রিয় বিকৃত হইলে,
　　এ বিপুল বপু বিবশ হয়॥
ধন জন, রূপ কদাপি তাহারে,
　　সুরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

ক্ষুদ্র বালুকা সংহতি যেমতি,
অনুত্ব ছাড়িয়া বিশাল হয় ॥
মিলিত হইয়া কারয করিলে
ক্ষুদ্র ও উচ্চ স্থানেতে যায়।
ক্ষুদ্র বলি মোরে ছেড়োনা তোমরা,
সবিনয় মোর প্রার্থনা এই ॥
এদারুণ যজ্ঞে, শরীর আহুতি
কৃপা করি মোরে সুযোগ দেই।
ডেকে নিও মোরে, ডেকে নিও মোরে,
বিনয় করিয়া সকলে কই ॥
কালেতে অন্ধ, ধরম রখিতে,
শরীর হাসিয়া করিল দান।
গাও সবে মিলি একটি স্বরেতে
প্রাণদ পবিত্র মধুর গান ॥

যেই নারী ইহা সদা পাঠ করে
স্থপুত্র জননী সেজনা হয়।
পুরুষ পড়িলে পৌরষ লভিবে
সকল কামনা স্থসিদ্ধ হয়॥

সমাপ্ত